এ কালের পাপ ও পতন প্রেম ও

অরিন্দম

প্রেমহীনতার ছবি

প্রযোজনা। সন্ধানী প্রডাকসন্স
পরিচালনা। সন্ধানী
কাহিনী। সমরেশ বসু
সঙ্গীত। সলিল চৌধুরী
চিত্রগ্রহণ। রামানন্দ সেনগুপ্ত
সম্পাদনা। সন্তোষ গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনা। প্রবোধ পাল
শিল্প নির্দেশনা। সুধীর খাঁন

চিত্রনাট্য। বিমল ভৌমিক
রূপসজ্জা। শৈলেন গাঙ্গুলী
প্রচার ও পরিচয় লিপি। পূর্ণেন্দু পত্রী
স্থিরচিত্র। ক্যাপাস্ ফটোগ্রাফী
পরিবেশনা। ছায়ালোক প্রাঃ লিমিটেড
মূকাভিনয় তত্ত্বাবধায়ক। যোগেশ দত্ত
নেপথ্য সঙ্গীত। সুমিত্রা সেন
ও সবিতা চৌধুরী

অভিনয়াংশে
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
সুপ্রিয়া চৌধুরী
সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
এন. বিশ্বনাথন
শ্যামল ঘোষাল
শম্পা চক্রবর্তী
ছায়া দেবী

বিজন ভট্টাচার্য
হারাধন ব্যানার্জী
অপর্ণা দেবী
জহর রায়
বনানী চৌধুরী
নি শ্রীমাণি
র্গোদাস ব্যানার্জী
ন্তোষ দত্ত

অশোক মিত্র
রাম বসু
হারাধন চক্রবর্তী
মাঃ শ্যামল
মাঃ দেবাশীষ
মাঃ গৌতম
শান্তা। শিপ্রা
মাঃ পিকো। পিন্টু

দ্বীপেন চৌধুরী
সৌরেন ব্যানার্জী
রত্না। শীলা
রবীন ব্যানার্জী
সুমিতা। বিমল রায়
মহম্মদ ঈশাক
ফণীন্দ্র রায়
শম্ভু চক্রবর্তী

গৌর চট্টোপাধ্যায়
শৈলেন গাঙ্গুলী
গৌর চ্যাটার্জী
গোবিন্দ ঘোষ
অবনী ভট্টাচার্য
মিঃ প্যাট্রিক
বিজয় মুখার্জী
ল্যাসি ও টাইলু (কুকুর)

সহঃ পরিচালক। প্রণব বসু। প্রশান্ত সরকার
সহঃ চিত্রশিল্পী। কেষ্ট চক্রবর্তী
সহঃ সম্পাদক। অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য
সহঃ ব্যবস্থাপক। কার্ত্তিক মণ্ডল
আলোক নিয়ন্ত্রণ। প্রভাস ভট্টাচার্য
ভবরঞ্জন দাস। অনিল পাল। সুভাষ ঘোষ
রূপসজ্জাকর। রঞ্জিত মিত্র। অনাথ মুখার্জী
দৃশ্যপট গঠন। সুবোধ দাস। ছেদীলাল
চিরঞ্জীব। বর্জু। রামপিয়ারী

দৃশ্যপট অঙ্কন। জগবন্ধু সাউ
শব্দানুলেখন। সৌমেন ব্যানার্জী
সুজিত সরকার। শচীন চক্রবর্তী
অনিল তালুকদার
শব্দমিশ্রণ। সত্যেন চ্যাটার্জী
ইউনাইটেড্ সিনে ল্যাবরেটরীতে
শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত
টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে আর. সি. এ
শব্দধারক যন্ত্রে বাণীবদ্ধ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ভোলানাথ রায়
মিঃ মিসেস শংকর সেন
মিঃ মিসেস তপেন সেন
মিঃ এ. কে. বাসু
মিঃ জি. আর. তুলসান
মিঃ প্রাণজীবন জেঠিয়া
জগত্তারণ চ্যাটার্জী
মিঃ পি. কে. বাসু

মিঃ পালি ডেভিস
কমল মুখার্জী। দিলীপ দাস
সরোজ চ্যাটার্জী।সুধীন ঘোষ
লাল মোহন পাল
মুন্সী জালাল। জ্যোতি রায়
দুর্গাদাস মিত্র। অমল দে
অধ্যাপক ভাস্কর মিত্র
গীতা মিত্র
গোপাল গুঁই

বিশ্বভারতী
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
কারাধ্যক্ষ
গ্রাণ্ড হোটেল
গোল্ডেন শ্লীপার
ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব
সত্যেন ব্রাদার্স
আর্টস্ এণ্ড প্রিন্টার
নিউ ক্যাথে

ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড ২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক প্রকাশিত
ও দি নিউ প্রাইমা প্রেস ১১, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।

আসল নাম রাজেন চক্রবর্তী। সবাই ডাকে রাজা।

রাজার ঘরের বহুবিধ আসবাবের মধ্যে একটি দেয়ালে টাঙানো ছবি। সে ছবি চ্যাপলিনের। রাজার জীবনের যা কিছু সাধনা সব ঐ ছবির দিকে তাকিয়ে। একদিন সেও হবে একজন খ্যাতনামা কমেডীয়ান। দেশের লোক উচ্ছ্বসিত করতালিতে অভিনন্দিত করবে তাকে। গলায় পরিয়ে দেবে জয়মাল্য।

পাশের বাড়ীর জানলা থেকে প্রতিদিন উঁকি মারতো একটি মুখ, রাজা যখন রকে বসে তার কৌতুকপ্রিয় স্বভাবের হাস্যপরিহাসে মশগুল হয়ে থাকতো বন্ধুদের নিয়ে। সে মুখ কনকের। রাজার জীবনের যা কিছু স্বপ্ন সবই ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে। জীবনে যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে আপন প্রতিভায়, কনক এসে দাঁড়াবে পাশে জীবনের চিরসঙ্গীরূপে। গলায় পরিয়ে দেবে বরমাল্য।

গল্পাংশ

রাজা ও কনক। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের দুটি ছেলে মেয়ে। দারিদ্র্য তাদের অচেনা নয়। দুর্দশার মধ্যেই তাদের দিন যাপন। তবু তারা স্বভাবে স্বতন্ত্র। অন্ধকারে আবদ্ধ কুঁড়ি যেমন যেদিকে আকাশের আলো সেই দিকে মুখ তুলে ফোটে, রাজার দৃষ্টি তেমনি নিষ্ঠুর বর্তমানের সীমানা ছাড়িয়ে উন্মুখ হয়ে থাকতো সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এর দিকে। আর কনক ঘৃণা করতো তার চারপাশের ক্লেদাক্ত জীবনধারাকে। সে কোন রঙীন স্বপ্নের দিকে ডানা ছড়াতে চায়নি। চেয়েছিল সেইটুকু বাস্তব জীবনকে যেখানে বাঁচার অর্থ নিছক প্রাণধারণের গ্লানি নয়।

কিন্তু স্বপ্নের সত্য হয়ে ওঠার কোন দায় নেই।

রাজার পিতৃহীন সংসারে তার দাদাই ছিল একমাত্র উপার্জনক্ষম। শ্রমিক। এক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সেই দাদা নিহত হল। রাজার পরিবারে দেখা দিল ধ্বংসের ধ্বস্-নামা ফাটল। বাড়ীতে বিধবা মা, ছোট ছোট ভাই বোন, বিবাহযোগ্যা বোন লক্ষ্মী। রাজাকে বেরোতে হল চাকরীর খোঁজে।

কনকের বাড়ীর দরজায় একদিন পুলিশ এসে হাজির। তার বৃদ্ধ বাবার নামে ওয়ারেন্ট। ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ। আতংকে উদ্বেগে দিশেহারা কনক ছুটল রাজার খোঁজে। রাজা বাড়িতে নেই। চাকরীর ব্যাপারে গেছে কলকাতার বাইরে। তাহলে কে বাঁচাতে পারে তাকে এই দুঃসময়ে। আর কাকে চেনে সে? আছে একজন। সে প্রতুল। সামান্যই আলাপ পথে ঘাটে। গাড়ী, বাড়ি ও প্রচুর অর্থ আছে। প্রতুলের কাছে সমস্ত বিবৃত করে কনক বললে—বাবাকে বাঁচান। প্রতুল বাঁচাল। কনক ও প্রতুলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রপাত হোল সেই থেকে।

রাজার দিন কাটে চাকরীর খোঁজে। মেলে না। হতাশায় ভেঙ্গে পড়া মন নিয়ে প্রতিদিন ফিরে আসে সংসারের দুঃখ অশ্রু ও অন্ধকারের মাঝখানে। একদিন রাজার বন্ধুরা তার কানে তুললো—প্রতুলের সঙ্গে কনকের মেলামেশা নিয়ে পাড়ার লোকে ছিঃ ছিঃ করছে। রাজা ছুটল কনকের কাছে। রাজার মনের অকারণ সন্দেহ ও সংকীর্ণতায় ক্ষুব্ধ কনক রাজাকে বিদ্রূপ ও ধীক্কার দিল তিক্ত ভাষায়। রাজা এই প্রথম অনুভব করল তার স্বপ্নে-গড়া কনক ও বাস্তবের কনকে অনেক প্রভেদ।

আপন ব্যর্থতাবোধের যন্ত্রণায় রাজার জীবনের এই সময়টাতে একদিন হঠাৎ দামী ঝলমলে কিংসওয়ে হাঁকিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল ধনী ব্যবসায়ী বরেন মল্লিক। বললে—অভিনয় করতে পারবে? তোমার ক্যারিকেচার আমি দেখেছি। চমৎকার। অভিনয় করতে পারবে তুমি? এই নাও টাকা। তোমাকে দেব মোট কুড়ি হাজার টাকা। মাসে মাসে পাবে এক হাজার করে। তোমাকে অভিনয় করতে হবে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ইণ্ডাস্ট্রীয়ালিস্ট লেট অনাথ রায়ের একমাত্র পুত্র অলক রায়-এর ভূমিকায়। শৈশবের পরে এই প্রথম তুমি কলকাতার গ্র্যাণ্ডে এসে উঠেছ। তোমাকে কলকাতায় চেনে মাত্র একটি পরিবার। তারাও দেখেছিল মাত্র শৈশবে। সুতরাং নির্ভয়। মিঃ চ্যাটার্জীর ঐ একমাত্র মেয়ে রোচনা। রূপসী। তোমাকে আপাততঃ রোচনার সঙ্গেই হৃদয় বিনিময়-এর খেলা খেলতে হবে। পরের কাজ পরে বলবো।

অদৃষ্টের পরিহাস দরিদ্র রাজাকে অভিজাত রাজার ছদ্মবেশ পরিয়ে সংসারের নিষ্ঠুর রঙ্গমঞ্চে টেনে নিয়ে এল।

প্রতুলের পৌরুষ আকৃষ্ট করেছিল কনককে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানদের মত তার জীবনের আদর্শ নীতিকথার নামাবলী দিয়ে মোড়া ছিল না। মানুষের প্রতি ঘৃণা, সমাজের প্রতি অবজ্ঞা, সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতির প্রতি মমতাহীন উপেক্ষা—এই সব উপকরণ-এর যোগফলেই গড়ে উঠেছিল প্রতুলের চরিত্রের সুকঠিন স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু ঘনিষ্ঠতায় নিবিড় হতে গিয়ে হঠাৎ কনকের জীবনে এমন এক সর্বনাশা আঘাত এসে বাজল, যার পরিণামে তার পরবর্তী জীবনের গতি দুমড়ে বেঁকে গড়িয়ে চলল সমাজের ক্লেদাক্ত গহ্বরের দিকে। কনক বললে—তুমি আমাকে বিয়ে কর। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। প্রতুল তাকে দেখিয়ে দিলে খোলা দরজা। কনক তার অন্তরের সমস্ত উৎক্ষিপ্ত ঘৃণা দিয়ে চীৎকার করে উঠল—তুমি নীচ, নীচ। প্রতুলের তখনও হাসতে লজ্জা করে নি। কিন্তু কনকের বেঁচে থাকতে লজ্জা করেছিল। বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিল সে। কিন্তু নার্সিং হোমের সযত্ন সেবা তাকে বাঁচাল। কনক সেখান থেকে পালাল নতুন মৃত্যুর খোঁজে। মৃত্যু হল তার। কিন্তু অন্য মৃত্যু।

রোচনার অন্তরের সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছিল রাজাকে। রোচনা যেন ভোরবেলাকার শিশিরে ভেজা ফুলের মত স্নিগ্ধ। ঐশ্বর্যের দম্ভ, আধুনিকতার উৎকট আতিশয্য, প্রেম নিয়ে মোহ ও মিথ্যার জুয়া খেলা—এসবের বহু ঊর্ধ্বে ছিল রাজার প্রতি রোচনার দ্বিধাহীন, সরল অকপট ভালবাসা। সংশয় ছিল রাজার মনে। সে যে প্রতারক, প্রবঞ্চক, সে যে জাল অলক রায় এই হীনতাবোধই তাকে রোচনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো।

একদিন বরেণ মল্লিক রাজার কাছে এসে নাটকীয় ভাবে ঘোষণা করলে—এইবার শেষ অধ্যায়। তার মানে? তার মানে আর মাত্র সাত দিন বাকী। এর মধ্যেই তোমাকে সব কাজ শেষ করতে হবে। কি কাজ? বরেণ মল্লিক আবেগহীন কন্ঠে বললে—বলছি। শুনে প্রতিবাদে চীৎকার করে উঠল রাজা। হত্যা, না, না, না। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বরেন মল্লিকের মুখে তখনও মৃদু হাসি। নিজের দুরভিসন্ধিকে কীভাবে সফল করতে হবে তার সব কূট কৌশলই জানা আছে। বরেন মল্লিক বললে—তোমার দাদাকে কারখানার গেটের সামনে হত্যা করা হয়েছিল। জান সে মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? কে? বিমূঢ় রাজার প্রশ্ন। মিঃ চ্যাটার্জী। রাজার পঞ্জরাস্থির ভিতরে একটা ঝড় হেঁকে উঠল। কি করবে সে। একদিকে দাদার মৃত্যুর প্রতিশোধ। অন্যদিকে একটি নিস্পাপ প্রাণের নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি। একদিকে অর্থের বিনিময়ে হত্যা। অন্যদিকে হৃদয়ের বিনিময়ে প্রেম। গ্লাসের পর গ্লাস মদ শেষ হয়ে যায়। রাজা বুঝতে পারে এমন গভীরতর সংকট তার জীবনে কখনো আসে নি।

দেহের বিনিময়ে দারিদ্র্যকে জয় করেছে কনক। এখন ঐশ্বর্য তার হাতের মুঠো থেকে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। সে মদ খায়। রেসের মাঠে বাজী রেখে ঘোড়া ধরে। আলো-ঝলমলে রাতে ক্যাবারেয় নাচে টুইস্ট ড্যান্স। তারপর রাত্রি আরো গভীর হয়। ঘরের আলো নেভে। পৃথিবীর অন্ধকার তার চোখের পাতা দিয়ে নেমে আসে বুকের গভীর তলে। তখন তার সুবৃহৎ একাকীত্বের জগৎ মেঘলা হয়ে যায় অশ্রুতে। কেন কাঁদে কনক? পুরনো জীবনের প্রতি মমতায়? রাজার জন্যে? না কি সীমাহীন ঐশ্বর্যের বিনিময়ে একবিন্দু স্নেহ, সম্মান কিংবা ভালবাসার তৃষ্ণায়।

গান

১

আমার মন মানে না দিন রজনী
আমি কি কথা স্মরিয়া এতনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি
আমার মন মানে না দিন রজনী
ওগো কি ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়ন বারি
ওগো সজনী..

সে সুধা বচন সে সুখ পরশ অঙ্গে বাজিছে বাঁশী গো
তাই শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে হৃদয় হয় উদাসী
কেন না জানি—
ওগো বাতাসে কি কথা ভেসে চলে আসে
আকাশে কি মুখ জাগে সখি
ওগো বন মর্মর নদী নির্ঝরে কি মধুর সুর লাগে
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরিছে গলে গো
আমি একথা এ ব্যথা সুখ আকুলতা
কাহার চরণ তলে দেব নিছনি

২

এ মন হারায়ে যদি যায় যাক না
মেলে যদি সে দেয় পাখনা
উড়ে যেতে চায় অন্তহীন নীল নীল আকাশে
হয়তো পাবে তোমায়
যেথা তরুণী তটিনীর তটি ঘিরে ধরণীর আলিঙ্গন
যেথা শ্যামল বরণীর ঘাসে ঘাসে
যেথা করুণ রাগিণী বনহরিণী গেয়ে যায়..
কখন আমায় ডেকে ডেকে ফিরে গেছ
যেতে যেতে স্বপ্নখানি নিয়ে গেছ
যেথা মনেতে দিয়া মন গোপন কথা সজন জেনে নেয়
যেথা স্বপন সে জাগরণ নয়ন যা দেখে তাই মেনে নেয়
যেথা মিলন বিরহে মিতালী হয় দুজনায়....

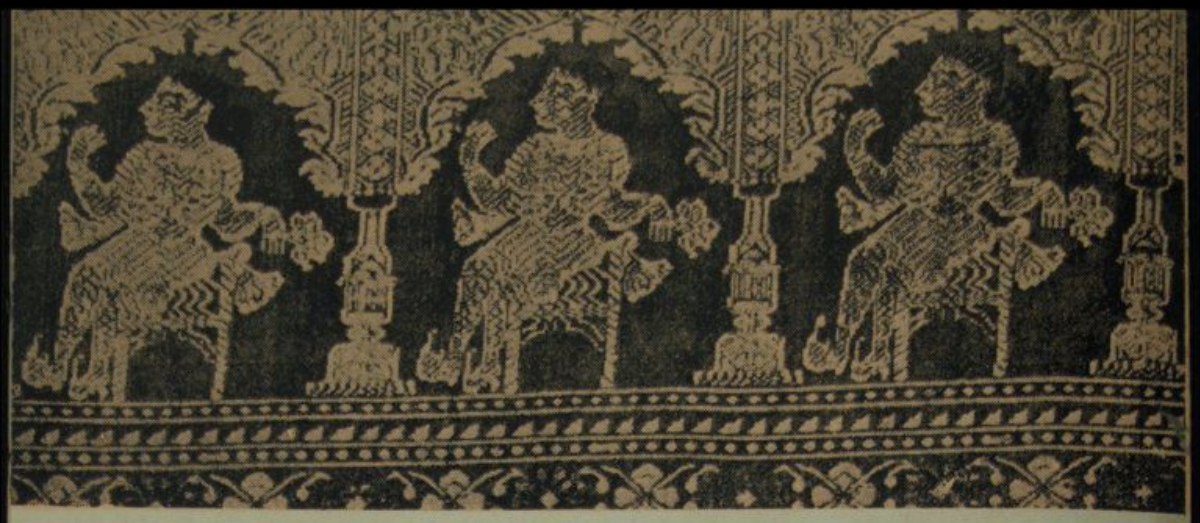

রূপচ্ছায়া চিত্রের দ্বিতীয় নিবেদন

রাজকন্যা

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : ঋত্বিক কুমার ঘটক

পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত : শ্যামল মিত্র

পরিবেশনা : ছায়ালোক

অংশগ্রহণে : উত্তম কুমার ও জনৈকা নবাগতা